তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

NOV. 20 2002

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল

শিশুদের প্রশ্নপত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নারী বিষয় ঃ অভিভাবকদের ক্ষোভ ব্যাপক তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানী উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী প্রশ্নপত্রে কিছু অবাঞ্ছিত বিষয় উল্লেখ করা নিয়ে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ব্যাপক

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রাপ্তবয়স্ক প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্ষোভ ও তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত রবিবার অনুষ্ঠিত সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী ২য় পত্রের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মেয়েদের একটি বিশেষ সময়ের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে উল্লেখিত প্যারাগ্রাফের সারমর্ম লিখতে বলা হয়। এ ধরনের প্রশ্নপত্র পেয়ে কোমলমতি পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১২/১৩ -বছরের এই ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই প্রথমে বিষয়টি বুঝতেও পারেনি। পরে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হলে সবাই লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকে। বিশেষ করে সহপাঠী ছাত্রদের মাঝে ছাত্রীরা এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং কৌতূহলী ছাত্ররাও বিষয়টিতে কৌতুকবোধ করে। বিষয়টি জানাজানি হলে অন্যান্য শিক্ষকের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ এ ধরনের কোন বিষয় ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠসূচীতেও নেই। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজীর শিক্ষিকা রাখী ভদ্র রহস্যজনকভাবে ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পাঠ্যক্রমের সম্পূর্ণ বাইরের এ বিষয়টি নিজের পছন্দে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রশ্নপত্রের ৬ নং অংশে মেয়েদের বিশেষ সময় ও একটি অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যে প্যারাগ্রাফটি উল্লেখ করে তার সারমর্ম লিখতে নির্দেশ দেয়া হয় সেই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বলা হয়েছে– 'এ্যানোরেক্সিয়া আক্রান্ত বহু মহিলার মাসের পর মাস ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এবং বমি বমি ভাবও হয়।' খোদ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেই এ ধরনের প্রশ্নপত্র নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে পরীক্ষাশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র রেখে দেয় যাতে বিষয়টি অভিভাবকদের নজরে না আসে।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে গিয়ে বিষয়টি অভিভাবকদের জানালে তারা খোঁজ নিয়ে এর সত্যতা পান এবং সবাই কোমলমতি শিশুদের প্রশ্নে এ ধরনের বিষয়ের উল্লেখে তাজ্জব বনে যান। তারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা রাখী ভদ্রকে ধিক্কার জানান এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট এ ন্যক্কারজনক ঘটনার ব্যাখ্যা দাবী করেছেন। উল্লেখ্য, ঐ প্রশ্নপত্রে 'কুকুরের জন্মদিন' বিষয়েও রচনা লিখতে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা খালেদা আক্তারের সাথে যোগা–যোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।